COMPILED AND CIRCULATED BY PROF. ANUSTUP CHATTOPADHAYAYA, ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF SANSKRIT, NARAJOLE RAJ COLLEGE

প্রথম সর্গের বর্ণনীয় বিষয়

বাণীর বরপুত্র মহাকবি কালিদাস তার "রঘুবংশ" নামক মহাকাব্যের সূত্রপাত করেছেন। শব্দ এবং অর্থের ন্যায় নিত্য সম্বন্ধবিশিষ্ট, জগতের মাতাপিতা স্বরূপ পার্বতী-পরমেশ্বরকে কবি বন্দনা করেছেন সশ্রদ্ধ চিত্তে। সূর্যবংশের খ্যাতকীর্তি রাজাদের চরিত্রমহিমা বর্ণনা করতে প্রবৃত্ত হয়ে প্রথমেই তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে স্বীকার করে নিয়েছেন স্বকীয় বুদ্ধির দীনতা ক্ষুদ্র ভেলাতে চেপে দুস্তর সমুদ্রকে অতিক্রম করা যেমন অসম্ভব, তেমনি মন্দমতি কবির পক্ষে জগদবিখ্যাত সূর্যবংশের মহাত্মকীর্তনও সাধ্যাতীত। খর্বাকৃতি কোন লোক লোভবশতঃ বৃক্ষের অনেক উপরে অবস্থিত ফল গ্রহণে উদ্যত হলে উপহাসের পাত্র হয়। কবিও মহাকাব্য রচনা করে যে কবিকুলের যোলোভে আগ্রহী হয়েছেন, তাঁর সেই প্রচেষ্টাও বামনের প্রচেষ্টার মতই উপহাস্যাস্পদ হবে। বাল্মীকি প্রভৃতি কবিরা এই রঘুবংশের গুণকীর্তন করে এই বংশে প্রবেশের জন্য বাক্যরূপ দ্বার প্রস্তুত করে গিয়েছেন। সেই দ্বার দিয়ে কালীদাস ও অনায়াসে এই কুলে প্রবেশে সমর্থ হবেন। হীরক দ্বারা ছিদ্র করা মণি যেমন সূত্রের সাহায্যে মনোরম মালায় পরিণত হয়, আদিকবি বাল্মীকি বর্ণিত এই রঘুবংশের ঘটনাবলীও কবির প্রতিভার দ্যুতিতে রঘুবংশম্ হৃদয়গ্রাহী মহাকাব্যে পরিণত হবে।

সূর্যবংশীয় রাজাদের বর্ণনা --

সূর্যবংশীয় রাজন্যবর্গের মাহাত্ম্য বর্ণনায় কবির বিশেষ সামর্থ্য না থাকলেও এই রাজাদের লোকোত্তর গুণগাথা শ্রবণ করে চাপল্যবশে তিনি এই বংশের রাজাদের চরিত্রমহিমা কীর্তনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। রঘুকুলসভূত রাজারা জন্মাবধি সকল সংস্কারের দ্বারা পরিশুদ্ধ ছিলেন। তাঁরা ছিলেন অধ্যবসায়ী। তাই ঈঙ্গিত ফল প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত তারা আর কাজ থেকে বিরত হতেন না। সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর বলেই এই রাজারা ছিলেন সার্বভৌম এবং ঐশ্বর্যশালী। তাঁদের রথের গতি স্বর্গ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাঁরা শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী অগ্নিতে আহুতি প্রদান করতেন, প্রার্থীদের কামনা অনুসারে তাদের প্রার্থনা পূরণ করতেন, অপরাধীর অপরাধের

গুরুত্ব অনুসারে দণ্ডবিধান করতেন এবং ব্রাহ্মমুহূর্তে জাগ্রত থাকতেন। এককথায়। দেবতাযজন, অতিথিবাৎসল্য, নীতিনিষ্ঠতা প্রভৃতি ছিল এই রাজাদের চারিত্রিক ভূষণ। তাঁরা সৎপাত্রে দানের জন্য অর্থসঞ্চয় করতেন, নিজেদের বিলাস-ব্যসন। চরিতার্থ করার জন্য নয়। সত্যভাষণের জন্যই তারা ছিলেন মিতবাক্। পররাজ্য গ্রাস বা অর্থসংগ্রহ এই রাজাদের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তবুও তারা কেবল যশ বা কীর্তিলাভের জন্য দিগ্বিজয় করতেন। নিজেদের ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করার জন্য নয়, যথাকালে সন্তান লাভের মাধ্যমে বংশধারা বজায় রাখার জন্যই এই রাজারা দারপরিগ্রহ করতেন। তারা শুধু চতুরাশ্রমের রক্ষকই ছিলেন না, ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়ের বিধানও এঁরা যথাযথ পালন করতেন। তারা শৈশবে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনে গৃহস্থাশ্রমে বিষয়ভাোগ, বৃদ্ধবয়সে বাণপ্রস্থাশ্রমে মুনির ন্যায় জীবনযাপন এবং অন্তিম বয়সে পরমাত্মার ধ্যানের মাধ্যমে নশ্বর শরীর ত্যাগ করতেন। রঘুরাজগণের এরূপ লাোকাতিশায়ী গুণগরিমা লাোকপরম্পরায় কবির কর্ণকুহরে এমনই অমৃত বর্ষণ করেছিল যে, কবি লাোকবলিত রঘুবংশের গুণকীর্তনের লাোভ সংবরণ করতে পারেন নি। এটাই কবির চাপল্য, আর এই চাপল্যই বাণীর বরপুত্রকে এই মহাকাব্য রচনায় ব্রতী করেছে। কাব্যরসপিপাসু। সহৃদয় পাঠকেরাই কেবল এই কাব্যের গুণাগুণ বিচারে সমর্থ।

মহারাজ দিলীপ --

ওঙ্কার যেমন বেদ সৃষ্টির মূল কারণ, সেরূপ বৈবস্বত মনুও ছিলেন পৃথিবীর আদিম অধিপতি এবং নৃপপরম্পরার প্রবর্তক। ক্ষীরসমুদ্র থেকে যেমন বিমলতম চন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছিল, তেমনি এই বৈবস্বত মনুর পবিত্র বংশে পূতচরিত্র দিলীপ নামে এক রাজা জন্মেছিলেন। দিলীপের স্কন্ধদেশ ছিল বৃষের স্কন্ধের ন্যায় সমুন্নত, বক্ষোদেশ ছিল বিশাল, তার শরীর ছিল শালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত এবং বাহুদ্বয় ছিল। আজানুলম্বিত। তাকে দেখলে মনে হত যেন ক্ষত্রিয়ের ধমহি কঠোর কর্মক্ষম রাজোচিত দেহ পরিগ্রহ করে দিলীপরূপে সূর্যবংশে আবির্ভূত হয়েছে। বিবিধ রত্নের

আকর সুমেরু পর্বতের ন্যায় দিলীপও ছিলেন যাবতীয় শক্তির আকর। তার অমিত পরাক্রম, সমুন্নত দেহ এবং দৈহিক দীপ্তি দেখে মনে হয়, তিনি এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে রক্ষা করার কাজে ব্রতী। তিনি সর্বশাস্ত্রে এবং সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, শাস্ত্রানুশীলনে রত থাকায় তিনি তার বুদ্ধির অনুরূপ শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করেছিলেন। তার যাবতীয় কর্ম ছিল শাস্ত্রানুমাোদিত এবং সাফল্য ছিল কর্মানুরূপ। এভাবে সৌম্য আকৃতি, বুদ্ধিমত্তা, শাস্ত্রজ্ঞান, কর্মোদ্যোগ এবং সাফল্যের বিরল সমন্বয়ে দিলীপের চরিত্র ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। দিলীপের চরিত্রে ছিল কঠোরতা ও কোমলতার একত্র সমাবেশ। তিনি ভয়ঙ্কর অথচ রমণীয় রাজগুণে ভূষিত ছিলেন। তার অমিত পরাক্রমের জন্য সকলে তাকে সমীহ করত। দয়াদাক্ষিণ্যাদি কোমল গুণের উপস্থিতির জন্য তিনি অনুজীবীদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল ছিলেন। তিনি ছিলেন সুশাসক। তাই তার সুশাসনের গুণে তার রাজ্যের প্রজারা মনুর সময় থেকে প্রচলিত নিয়মনীতি থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হত না। প্রজাদের কল্যাণের জন্যই তিনি রাজস্ব সংগ্রহ করতেন। কররূপে সংগৃহীত অর্থ তিনি প্রজাদের উন্নতিকল্পে সদ্ব্যবহার করতেন। বিশাল সৈন্যবাহিনী থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনও প্রয়াোজন সিদ্ধির জন্য সেই সৈন্যদের ব্যবহার করতেন না। কারণ তার অনন্যসুলভ শাস্ত্রজ্ঞান এবং ধনুকে আরাোপিত জ্যা–এ দুটিই ছিল তার প্রয়াোজন। সাধনের উপকরণ। তিনি এমনভাবে মন্ত্রের গাোপনীয়তা রক্ষা করতেন যে, কার্যসিদ্ধির পূর্বে ঘুণাক্ষরেও তার প্রারব্ধ কাজের কথা কেউ জানতে পারত না। তিনি ভীত না হয়েও নিজেকে রক্ষা করতেন, রাোগাক্রান্ত না হয়েও ধর্মানুষ্ঠান করতেন, লাোভশূন্য হয়ে প্রজাদের কাছ থেকে অর্থগ্রহণ করতেন এবং নিরাসক্ত থেকে বিষয়সুখ উপভাোগ করতেন। পরস্পর বিরুদ্ধ গুণের বিরল সমাবেশ দিলীপের চরিত্রে ছিল অনায়াসলক্ষ্য। তাই জ্ঞানী হয়েও তিনি ছিলেন সংযতবাক্, শক্তিমান হয়েও ক্ষমাপরায়ণ এবং দানশীল হয়েও অহংকারবর্জিত। পরস্পর বিরুদ্ধ গুণগুলি পারস্পরিক বিরাোধ ভুলে দিলীপের মধ্যে যেন সহাোদরের ন্যায় অবস্থান করছিল। তিনি বয়সে তরুণ হলেও জ্ঞানের দিক দিয়ে ছিলেন বৃদ্ধ। প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ,

প্রতিপালন, শিক্ষাদান এবং সৎপথে পরিচালনাদি কর্তব্য সম্পাদন করে তিনি প্রজাদের কাছে যথার্থ পিতৃস্থান অধিকার করেছিলেন। প্রকৃত পিতারা শুধুমাত্র জন্মদাতা ছিলেন। তিনি লাোকস্থিতির জন্য দণ্ডাই ব্যক্তিদের শাস্তি দিতেন এবং সন্তানলাভের জন্য দারপরিগ্রহ করেছিলেন। মহারাজ দিলীপ পৃথিবীকে দোহন করে লব্ধ অর্থদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমে দেবতাদের তৃপ্তি বিধান করতেন, আর দিলীপের এই উপকারের প্রতিদানে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গকে দোহন করে বারিবর্ষণের মাধ্যমে পৃথিবীকে করে তুলতেন শস্যশ্যামলা। এভাবে দিলীপের মধ্যস্থতায় স্বর্গ ও মর্তের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য যযাগসূত্র রচিত হয়েছিল।

দিলীপ ছিলেন সুশাসক। তাই তার যশ সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। অন্যান্য রাজারা হাজার চেষ্টা করেও তাঁর সর্বাতিশায়ী যশকে অনুকরণ করতে পারেন নি। তিনি ছিলেন সজ্জনের পরম মিত্র এবং দুর্জনের চরম শত্রু। কোন প্রিয়জন অশিষ্ট ব্যবহার করলে তিনি তাকে সর্পদষ্ট অঙ্গুলির নায় তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করতেন। সমুদ্রমেখলা পৃথিবীর তিনিই ছিলেন একচ্ছত্র অধিপতি। বিশাল পৃথিবীকে একটি সুরক্ষিত নগরীর ন্যায় তিনি অবলীলায় শাসন করতেন। পরাোপকার ছিল। তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। তাকে দেখে মনে হত, বিধাতা যেন মহাভূত নির্মাণের উপকরণ দ্বারা তাকে নির্মাণ করেছেন। দাক্ষিণ্যাদি গুণযুক্তা মগধরাজকন্যা সুদক্ষিণা ছিলেন তার যথার্থ সহধর্মিণী। একাধিক সহধর্মিণী থাকলেও দিলীপ একমাত্র সুদক্ষিণা এবং রাজলক্ষীর দ্বারা নিজেকে ভার্যাবান্ বলে মনে করতেন। বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হওয়া সত্ত্বেও দিলীপের মানসিক শান্তি ছিল না। কারণ তিনি ছিলেন অপুত্রক। তবে যথাসময়ে সুদক্ষিণার গর্ভে পুত্রোৎপত্তির আশায় নিতান্ত উৎসুক হয়ে তিনি কাল যাপন করছিলেন। তিনি পুত্রপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বৈধ ব্রতানুষ্ঠানের জন্য মন্ত্রিদের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে পত্নী সুদক্ষিণাকে সঙ্গে নিয়ে কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করলেন।

দিলীপের বশিষ্ঠাশ্রমে গমন --

অপত্যতা নিবন্ধন দুর্দৈব প্রশমনের জন্য সস্ত্রীক দিলীপ বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করলেন। তারা শুদ্ধান্তঃকরণে প্রথমে পুত্রকামনায় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার অর্চনা করলেন এবং পরে একই রথে আরাোহণ করে ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সেই চলমান রথ থেকে মধুর ও গম্ভীর মেঘমন্দ্র ধ্বনি নির্গত হচ্ছিল। আকাশের বুকে বিদ্যুতের সঙ্গে মিলিত হয়ে নবজলধরের যেরূপ শাোভা হয়, রথারূঢ় সুদক্ষিণা এবং দিলীপও অনুরূপ নয়ননন্দন শোভায় শোভিত হয়েছিলেন। শান্তরসম্পদ আশ্রমের শান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয় সে কারণেই তাদের সঙ্গে ছিল নামমাত্র পরিজন, অথচ রাজদম্পতীর তেজঃপ্রভাবে তাদেরকে বহুসৈন্য-পরিবৃত বলে মনে হচ্ছিল। মৃদুমন্দ বাতাস পার্শ্বস্থ বনরাজিকে ঈষৎ কম্পিত করে সেই রাজদম্পতীর সেবা করছিল। শালনির্যাসের গন্ধ এবং পুষ্পপরাগের সৌরভ বহন করে আনায় সেই বাতাস ছিল সুখসেব্য। রথের গম্ভীর নির্ঘোষকে মেঘনিনাদ মনে করে বন্য ময়ূরেরা ষড়জ স্বরের অনুরূপ কেকারৰে বনভূমিকে মুখরিত করে তুলেছিল। সস্ত্রীক দিলীপ সেই কেকাধ্বনি শুনতে শুনতেই যাত্রা করতে লাগলেন। অনতিদূরে রথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিল অজস্র মৃগমিথুন। মহারাজ দিলীপ মৃগীর চোখে সুদক্ষিণার নেত্রসাদৃশ্য এবং সুদক্ষিণা মৃগের দৃষ্টিতে দিলীপের নেত্রসাদৃশ্য দেখে আনন্দবিহ্বল হয়ে পড়লেন। আকাশের বুকে তারা প্রত্যক্ষ করলেন উডড্ডীয়মান সারসপংক্তির অপরূপ শাোভা। মনে হচ্ছিল তারা যেন রাজদম্পতীকে অভিনন্দন জানাবার জন্য শ্রেণীবদ্ধ হয়ে আকাশের বুকে স্তম্ভবিহীন এক তাোরণ রচনা করেছে। তাদের কলধ্বনিও ছিল শ্রুতিসুখকর। তাদের গমনকালে অনুকূল বাতাস। প্রবাহিত হওয়ায় অশ্বখুরাোত্থিত ধূলি সুদক্ষিণার কেশপাশ এবং দিলীপের উষ্ণীষ স্পর্শ করতে পারে নি। এই অনুকূল বায়ুর দ্বারা রাজদম্পতীর ইষ্টসিদ্ধি সূচিত হয়েছিল। তাদের যাত্রাপথের দু' পাশে ছিল পদ্মশাোভিত সরাোবর। তারা তরঙ্গস্পর্শে শীতল পদ্মসৌরভ আঘ্রাণ করতে করতে এগিয়ে চললেন। মাঝে মাঝে গ্রামের মধ্যে

যুপচিহ্ন দেখে দিলীপ বুঝতে পারলেন যে, এগুলি যাজ্ঞিকদের নিবাসস্থল।
যাজ্ঞিকগণ রাজদম্পতীর পূজা গ্রহণ করে তাদেরকে আশীর্ব্বাদ করলেন। এভাবে যাজ্ঞিকদের অমাোঘ আশীর্বাদ গ্রহণ করতে করতে তারা অগ্রসর হলেন। রাজা ও রাজমহিষীকে অভ্যর্থনা জানানাোর জন্য কোথাও বা সদ্যোজাত 'ঘৃত উপহার নিয়ে উপস্থিত হল গ্রামের বয়াোবৃদ্ধ গাোপগণ। দিলীপ ও সুদক্ষিণা তাদের কাছ থেকে জেনে নিলেন পথের দুপাশের অনেক নাম-না-জানা গাছের পরিচয়। চিত্রানক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রের ন্যায় সেই রাজদম্পতীর অনির্বচনীয় শাভা সকলকে বিস্ময় বিমুগ্ধ করেছিল।
পথের দৃষ্টিনন্দন এরূপ অজস্র বিচিত্র দৃশ্য প্রিয়তমাকে নিবিষ্টচিত্তে দেখাতে দেখাতে রথারাোহণে দিলীপ যে কত পথ অতিক্রম করলেন তা নিজেই বুঝতে পারলেন না। এভাবে বহুপথ অতিক্রম করে সন্ধ্যার মনাোরম পরিবেশে সস্ত্রীক দিলীপ উপস্থিত হলেন মহর্ষিবর বশিষ্ঠের আশ্রমে।
গ্রন্থ সত্ব - Dr. দেব কুমার দাস , রঘু বংশ প্রথম সর্গ।